দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 DEC 2002
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৩

মাদ্রাসা বোর্ড এত দুর্বল কেন?

H.S.C এবং আলিম দু'টিই একই সমমানের তাহলে এখানে বৈষম্য এল কেমন করে এটা আমার বোধগম্য নয়, তাহল ২০০১ ইং H.S.C-তে রেফার্ড প্রদান করা হয় যা আলিম শ্রেণীতেও হওয়ার কথা ছিল এবং মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবী, কিন্তু সেখানে তা চালুর কোন পদক্ষেপ নেই। সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসা বোর্ড আলিম শ্রেণীতে রেফার্ড প্রদানে এত দুর্বল কেন? ২০০৩ সালের আলিম পরীক্ষা প্রায় আসন্ন। দাখিল পরীক্ষার পর পরই শুরু হবে ২০০২ সালে যারা এক বিষয়ে ফেল করেছে তাদের পরীক্ষা, এখন আবার সবগুলো বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হবে। যা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে দিতে হয় না। তাহলে কি ধরে নেয়া যায় যে, কথায় থাকলেও কাজের বেলায় মাদ্রাসা বোর্ড পিছনেই থাকে? আশা করি এমনটি হবে না। মাদ্রাসা বোর্ড ঐতিহ্য অনুযায়ী তার কাজে গতির সঞ্চার করবে এবং সেই সাথে ২০০২ ইং সালে ফেল করা শত-শত ভাগ্যাহত ছাত্রছাত্রীর মুখে আলোর রেখা ফুটাতে ২০০৩ ইং সালে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় রেফার্ড প্রদানে তৎপর হবে। ৯০% মুসলমানের বাংলাদেশের মানুষের এখন এটাই দাবী। আশা রাখি মাদ্রাসা বোর্ডসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা, কর্মচারী তাদের কর্মের মাধ্যমে জাতিকে হতাশার বেড়াজাল হতে মুক্ত রাখবেন। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আর আগের দিনের মত নয়, এখন বাংলাদেশের শিক্ষার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো নকল প্রবণতা হতে মুক্ত। ছাত্রছাত্রীগণ পড়ালেখা করেই হলগুলোতে যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেহেতু এই সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে সেহেতু আশা করি মাদ্রাসার আলিম শ্রেণীতে রেফার্ড প্রদানের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুযোগ্য মন্ত্রী মহোদয়গণ সুনজর দিবেন। এই প্রত্যাশাই করছি।

-মোঃ এমরান ভূইয়া
গ্রাম ঃ কামালপুর
ডাকঃ পাঁচুরিয়া, কোড নং-৭৭১১, থানা+ জেলা- রাজবাড়ী।